তারিখ 19 AUG 1991
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

গণিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হবে না ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী

এসএসসি পরীক্ষায় প্রত্যেক পত্রে একত্রে ৩৩ পেলেই পাস

সরকার ছাত্রদের ৩ দফা দাবী মেনে নেয়ায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী গতকাল ছাত্রদের প্রতি তাদের স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার আহবান জানান। খবর বাসস'র।

ঢাকায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় একাডেমীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি শৃংখলার স্বার্থে ও সময় হাতে নিয়ে নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় যেসব ছাত্ররা অংশগ্রহণ করবে, তাদের প্রতিটি প্রশ্নপত্রের নৈর্ব্যক্তিক ও বর্ণনামূলক অংশে পৃথক পৃথকভাবে পাস করার পরিবর্তে একত্রে ৩৩ পেলেই পাস বলে গণ্য করা হবে। তিনি বলেন, প্রতি পত্রে নিম্নেতম পাস নম্বর ৩৩-ই থাকবে এবং সাধারণ ও উচ্চতর গণিতের উভয় বিষয়ের প্রশ্নপত্রে কোন নৈর্ব্যক্তিক অংশ থাকবে না। ক্ষুব্ধ ছাত্রদের অন্যান্য দাবীর মধ্যে প্রথম বিভাগের সর্বনিম্ন নম্বর 'সাত'শর ব্যাপারে মন্ত্রী বলেন, বিষয়কটি ইতিমধ্যেই প্রেস নোটের মাধ্যমে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, এটা সত্য নয়। তিনি বলেন প্রথম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্নতম পাস নম্বর যথাক্রমে ৬০০ ও ৪৫০ রেই আপরিবর্তিত রয়েছে। প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, নতুন করে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চালু পরীক্ষা পদ্ধতি খুবই উন্নত ধরনের এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশসমুহসহ বহু দেশেই এ পদ্ধতি চালু হয়েছে। এসব দেশে এ পদ্ধতিতে বিশেষ সাফল্যও অর্জিত হয়েছ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি বলেন, এ পদ্ধতির অধীনে শতকরা ৫০ ভাগ প্রশ্ন থাকবে বর্ণনামূলক, অপরদিকে বাদবাকী প্রশ্ন থাকবে নৈর্ব্যক্তিক। সরকার আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পরীক্ষার্থীদের বর্ননামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় অংশে অবশ্যই আলাদা আলাদাভাবে পাস করতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে নম্বর পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজতর হওয়ায় নৈব্যক্তিক অংশে ৫০-এর মধ্যে পাস নম্বর ২০ ধার্য করা হয় এবং বর্ণনামূলক অংশে পাস নম্বর ৫০-এর মধ্যে ১৬ ধার্য করা হয়, সে কারণেই ছাত্রদের পাস করতে সর্বনিম্ন ৩৬ নম্বর পেতে হত।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অষ্টম শ্রেণীতে ১৯৮৯ সাল থেকে নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়। তিনি বলেন, যেসব ছাত্ররা এখন দশম শ্রেণীতে পড়ছে, তারা গত আড়াই বছর ধরে নয়া পদ্ধতির অধীনে তাদের পাঠ গ্রহণ করছে এবং এ পদ্ধতির অধীনেই তাদের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দিয়ে আসছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই প্রগতিশীল পদ্ধতি সকলেই সহজভবে মেনে নেয়ায় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কেউ কোন আপত্তি উত্থাপণ করেননি।

প্রফেসর চৌধুরী অবশ্য বলেন যে, ঢাকায় বেশ কিছু সংখ্যাক ছাত্র নয়া পরীক্ষা পদ্ধতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপত্তি উথাপন শুরু করে। তারা ১৪ই আগস্ট থেকে মিছিল বের করতে শুরু করে ও রাস্তায় যানবাহন ভাঙচুর করতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, ছাত্ররা নৈর্ব্যক্তিক ও বর্ননামূলক অংশে আলাদা আলাদা পাস নম্বর, প্রতি পেপারে ৩৬ নম্বরের স্থলে পূর্ববর্তী পাস নম্বর ৩৩ পুনরায় চালু এবং সাধারণ ও উচ্চতর গণিতে নৈর্ব্যক্তিক অংশে বাতিলের দাবী জানায়।

শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড অভিহিত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় ছাত্রদেরকে শুরু থেকে শেষ অবধি প্রতিটি স্তরেই পরীক্ষা দিতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে এযাবত যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাতে বহু ফাঁক -ফোকর রয়ে গেছে। এযাবত কালের পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল বর্ণনা মূলক, একথা বলে তিনি উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের প্রশ্নপত্রে ছাত্ররা পরীক্ষায় নকল করতে উৎসাহিত হয় এবং বর্তমানে তা এক জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে জনসাধারণ পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্নপত্র চালু করে আমাদের প্রতিবেশী

একত্রে ৩৩ পেলেই পাস

দেশসহ বহু দেশেই শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো হয়।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর গঠিত কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের যেসব সুপারিশ করেন, তার উল্লেখ করে প্রফেসর চৌধুরী বলেন, এ সব উদ্যোগ প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮২ সালে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কার টাস্ক ফোর্স গঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সালে একটি পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। তিনি বলেন, টাস্ক ফোর্স ও উন্নয়ন কমিটি বিভিন্ন পেপারে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে।

এ পদ্ধতির ভাল বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ তুলে ধরে প্রফেসর চৌধুরী বলেন, এ পদ্ধতির অধীনে পূরা সিলেবাসের মধ্য থেকেই প্রশ্ন করা যায় এবং এর ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হবে এবং অসৎপন্থা অবলম্বনের প্রবণতাও হ্রাস পাবে। তিনি বলেন, এর ফলে ছাত্ররা পুরো বই পড়েছে কিনা, তা যাচাই করে দেখার সুবিধা হবে এবং একই সঙ্গে তাদের বর্ণনামূলক লেখার অভ্যাসও অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তরপত্রও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন থেকে এস এস সি পরীক্ষায় প্রতিদিন মাত্র এক পেপার করে পরীক্ষা নেয়া হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর চৌধুরী বলেন, রাজধানী নগরীতে ২৪টি সরকারী ও ১৭৮টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। তিনি প্রশ্নকারীকে বলেন যে, নগরীতে গত এসএসসি পরীক্ষাকালে ৫শ' ছাত্রকে বহিস্কৃত করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত অধিবেশনে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস প্রশ্নে জাতীয় সংসদে আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, এ জাতীয় সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে ১৫-সদস্যের একটি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। সরকার পক্ষ কমিটিতে ৮ জন সদস্যকে মনোনীত করেছে। অপরপক্ষে বিরোধী দল এখনো তাদের সদস্যদের নাম জানায়নি।

প্রফেসর চৌধুরী বলেন, বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় খোলার জন্য সরকার অব্যাহত চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে তিনি জানান, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় খুলে দেয়া অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে।